MAR. 1 0 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৭...

টাকা আদায় ও ভাগাভাগির ফলে পরীক্ষায় নকল বন্ধ হচ্ছে না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রশাসনের নকলবিরোধী নানা হাঁকডাক, হুমকি-ধমকি এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের কোটি টাকার প্রচার-প্রচারণার পরও এসএসসি পরীক্ষায় এবারো নকলের অস্বাভাবিক প্রসারে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদরা তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। নকল বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডগুলোর প্রথাগত কাগুজে তৎপরতা আবারো অসার প্রমাণিত হয়েছে। নকল প্রসারের নেপথ্য তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, চমকপ্রদ কাহিনী। দেশের উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ স্কুলে এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে ইদানীং শুরু হয়েছে দারুণ এক লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসায়ের প্রাপ্ত অর্থের ভাগ পৌঁছে যাচ্ছে স্কুলের হেড মাস্টার ও কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পুলিশ এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত। যে কারণে পরীক্ষার পূর্বে ব্যাপক তর্জন-গর্জন করা হলেও পরীক্ষার সময় নকল বিন্দুমাত্র হ্রাস পাচ্ছে না।

পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে গণনকল। নকল প্রতিরোধে

৩ এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

পরীক্ষায় নকল বন্ধ হচ্ছে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কেউই তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসছেন না। নিরাপত্তার অভাবের কথা বলা হলেও তা যে অজুহাত মাত্র সেটি প্রায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র পরিদর্শনকালে দেখা গেছে শিক্ষক-পরিদর্শক, স্কুল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই বেশীরভাগ স্থানে নকল পর্ব সমাধা হচ্ছে। জেলা শহরের বাইরে উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলোতে এই পরীক্ষা পরিণত হয়েছে এখন প্রহসনে।

মূলত নকলের আসল কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময়ই। ফরম পূরণের সময় প্রায় প্রতিটি মফস্বলের স্কুলেই বোর্ড নির্ধারিত অর্থের বাইরে পরীক্ষার্থী পিছু ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়ে থাকে। আর তখনই এজন্য পরোক্ষভাবে নকলে সুবিধাদানের তথা সহজে পাসের, এমনকি ভাল ফলাফলেরও নিশ্চয়তা দেয়া হয়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকরা এই বাড়তি অর্থ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে না। আর এই অর্থের ভাগ পৌঁছে দেয়া হয় পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল মহলেই। যে কারণে তারাও পরীক্ষার হলে থাকেন নিশ্চুপ এবং মুখ রক্ষার্থে হাতেগোনা দু'চারজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে নিজেদের নকলবিরোধী তৎপরতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু নকলবাজ শতকরা ৮০ ভাগ প্রার্থীই নির্বিঘ্নে নকল করে গেলেও তাদের বরং সহযোগিতা দেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের কাছ থেকে জানা গেছে, মফস্বলের অধিকাংশ হাই স্কুলের প্রধানদের আয়ের মূল উৎসই এখন এসএসসি পরীক্ষা। এ বাবদ বছরে তাদের গড়ে প্রায় লাখ টাকা আয় হয়ে থাকে। অপরদিকে এক একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে গড়ে ১ হাজার পরীক্ষার্থী থাকলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা আয় হয়ে থাকে। এই টাকা ৬ ভাগ হয়। ১ ভাগ রাখে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধানগণ। অপর ভাগ থাকে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের জন্য। এরপর বাকি ৪ ভাগ স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা জনপ্রতিনিধি এবং বোর্ডের অসাধু কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। তাছাড়া নকলে সুবিধা না দিলে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী পাওয়া যায় না। যেখানে নকলে যত বেশী সুবিধা সেখানে তত বেশী পরীক্ষার্থী। আশপাশের জেলা শহর থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্রছাত্রী আসে পরীক্ষা দিতে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবসারও প্রসার ঘটে। অন্যদিকে বোর্ড কর্তৃপক্ষও নকলের অভিযোগে অভিযুক্ত কেন্দ্র বাতিল করতে পারে না। কারণ মফস্বলে এক একটি কেন্দ্র স্থাপনে এবং তা বহাল রাখতে বোর্ডে মোটা অংক ব্যয় করতে হয়। তার পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ তো থাকেই। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের অন্য প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করলেও তা হয়েছে একটি আই ওয়াশ মাত্র। কেননা অসাধু এসব কেন্দ্র ও স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে আগেই নকলে সহযোগিতার পারস্পরিক সমঝোতা থাকে। তাই আসন বা পরীক্ষক বিনিময়ও ফলদায়ক হচ্ছে না।